হিমাচল প্রদেশে সরকার মোটেলকে পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর জমি ইজারা দিয়ে পাবলিক ট্রাস্টের পেটেন্ট লঙ্ঘন করছে বলে মনে করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করা "দূষণকারী অর্থ প্রদান করে" নীতিটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সেই ফলাফলগুলি চূড়ান্ত বলে মনে করা হয়েছিল এবং এই বিষয়ে কোনও যুক্তি দেওয়া যাবে না। একমাত্র প্রশ্ন যা অবশিষ্ট ছিল তা হল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা হবে কিনা। এন. ই. ই. আর. আই রিপোর্টটি মোটেলকে ক্লিনি চিট দেয়নি বা এর ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য এটিকে সম্পূর্ণরূপে খালাস দেয়নি যা আগে এলাকার ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হত। 2000 সালে, সুপ্রিম কোর্ট মোটেলকে নির্দেশ দিয়েছিল যে কেন, ক্ষতির পাশাপাশি, মূল মোটেলটিতে সংঘটিত কাজগুলির জন্য দুষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ দিতে বলা উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে যুক্তি দিয়েছিল যে এটি তার নিজস্ব রক্ষণাত্মক দায়বদ্ধতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে এবং পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের দায়বদ্ধতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে।